কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম
(UNDER CCF) অনুসারে স্নাতক স্তরে
PHILOSOPHY, 1ST & 3RD SEMESTER
(MAJOR, MINOR & MDC) কোর্সের জন্য

Under CCF
NEW
Syllabus

দর্শনের মৌলিক ভিত্তি

গাইড

(Fundamentals of Philosophy)

Semester - 1 & 3 (Major,Minor & MDC)

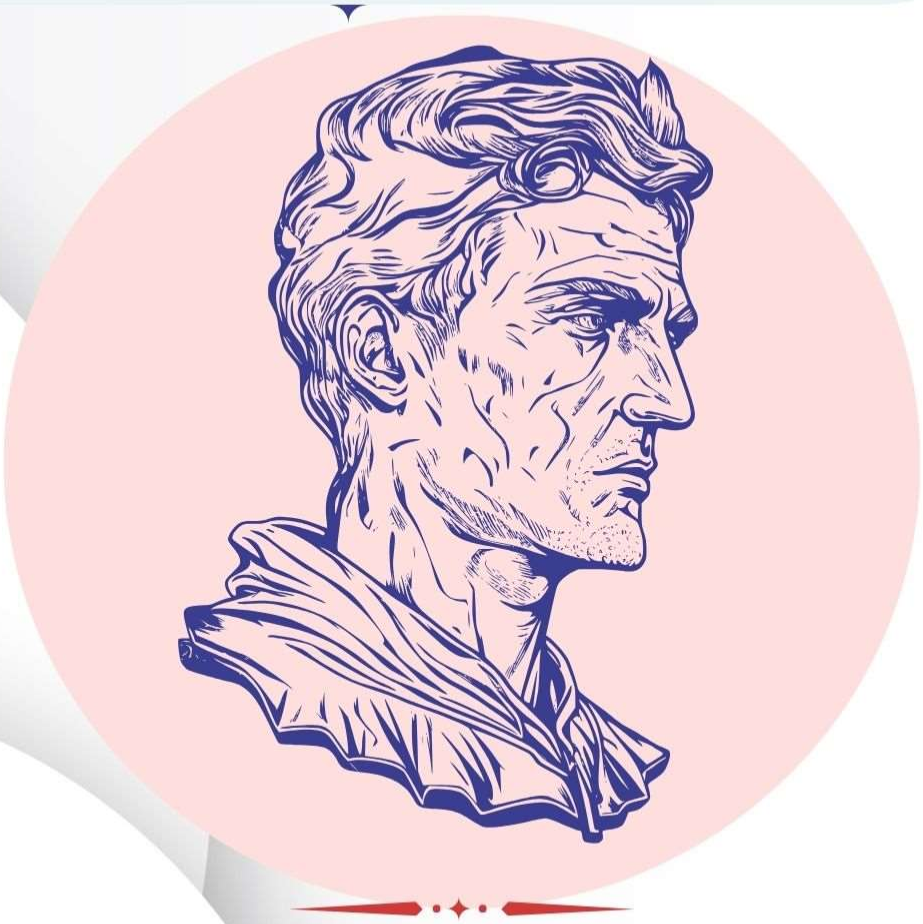

সন্তু হালদার

Edubitan

ডিজিটাল
সংস্করণ
(eBook)

Our Pdf Book Official Website – Store.edubitan.com

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম
(UNDER CCF) অনুসারে স্নাতক স্তরে
PHILOSOPHY, 1ST & 3RD SEMESTER
(MAJOR, MINOR & MDC) কোর্সের জন্য

Under CCF
NEW
Syllabus

দর্শনের মৌলিক ভিত্তি

গাইড

(Fundamentals of Philosophy)

Semester - 1 & 3 (Major,Minor & MDC)

সন্তু হালদার

B.A. Philosophy (Hons.), M.A. in Philosophy,
(University of Calcutta)

সম্পাদনায়
দেবকুমার হালদার

Edubitan

ডিজিটাল
সংস্করণ

(eBook)

Our Pdf Book Official Website – Store.edubitan.com

DARSHANER MOULIK VITTI GUIDE
(দর্শনের মৌলিক ভিত্তি গাইড)

✦ ISBN - 978-93-5777-989-0

© by Author
লেখক ও সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই বইটির পিডিএফ কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না বা শেয়ার করতে পারবেন না এবং বইটির ক্রেতার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

✪ গ্রন্থস্বত্ব - লেখক

✤ প্রথম প্রকাশ -
মার্চ, ২০২৬

মূল্য ₹ 130.00
(একশত ত্রিশ টাকা মাত্র)

ভূমিকা –

বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এই নীতির আলোকে ২০২৩–২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (UG) স্তরের পাঠক্রম নতুনভাবে পুনর্গঠিত ও সুসজ্জিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম (Under CCF) অনুসারে স্নাতক স্তরে **Fundamentals of Philosophy** -এর 1st Semester (Major, Minor and MDC), 3rd (Minor) কোর্সের জন্য অন্তর্ভুক্ত **'দর্শনের মৌলিক ভিত্তি গাইড' (Fundamentals of Philosophy)** নামক পুস্তকটি রচনা করেছি।

নতুন প্রশ্নরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা ও সামর্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে পুস্তকটির প্রতিটি অধ্যায় সহজ-সরল ভাষায় সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি শিক্ষার্থীসমাজের পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও পাঠকদের নিকট বিষয়বস্তু অনুধাবনে সহায়ক ও সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

এই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে যেসকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, সম্মানীয় অধ্যাপকবৃন্দ, সহকর্মী ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীগণ আমাদের সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি, যাদের উদ্দেশ্যে এই আন্তরিক ও সৎ প্রয়াস—আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা—যদি এই গ্রন্থ থেকে সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হয়, তাহলেই আমাদের লেখনী সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করব। পুস্তকটির আরও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সকলের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত।

Edubitan

ধন্যবাদন্তে

মার্চ, ২০২৬ সন্তু হালদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্মানিক (অর্নাস/মেজর) ও সাধারণ (জেনারেল/মাইনর)-স্নাতক

1st Semester (Major, Minor and MDC),

3rd Semester (Minor)

নতুন সিলেবাস (Under CCF)

Fundamentals of Philosophy

A. Introduction

- Nature of Philosophy
- Commonsense, Science and Philosophy
- Branches of Philosophy- Metaphysics, Epistemology, Ethics, Logic, Social and Political Philosophy etc.

B. Metaphysics

- Substance: General Introduction, Rationalist View of Substance, The Empiricist View of Substance.
- Causality: Notion of Causal relation, The Rationalist View of CausalityEntailment Theory, The Empiricist View of Causality-Regularity Theory

Edubitan

C. Epistemology:

- Three principle uses of the verb 'to know', Conditions of propositional knowledge, Strong and weak senses of "know", Theories of origin of knowledge: Rationalism, Empiricism, Kant's Critical Theory.

D. Ethics:

- Nature and scope of ethics, Branches of ethics: Normative ethics, Meta-ethics, Applied ethics.
- Moral and non-moral actions, Concepts of good & bad, right & wrong, duty & obligation, Right & Duty, Duty & virtue.
- Object of Moral Judgement- Motive and Intention.

************** Official Website – Store.edubitan.com *********************

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্মানিক (অর্নাস/মেজর) ও সাধারণ (জেনারেল/মাইনর)-স্নাতক

1st Semester (Major, Minor and MDC),

3rd Semester (Minor)

নতুন সিলেবাস (Under CCF)

দর্শনের মৌলিক ভিত্তি (Fundamentals of Philosophy)

ক. ভূমিকা

- দর্শনের প্রকৃতি
- সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং দর্শন
- দর্শনের শাখাসমূহ - অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন ইত্যাদি।

খ. অধিবিদ্যা

- দ্রব্য: সাধারণ পরিচিতি, দ্রব্য সম্পর্কে বুদ্ধিবাদী ধারণা, দ্রব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী ধারণা।
- কার্য-কারণ: কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণা,
- কার্য-কারণ সম্পর্কে বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব, কার্য-কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব।

Edubitan

গ. জ্ঞানতত্ত্ব:

- 'জানা' ক্রিয়াপদটির তিনটি প্রধান ব্যবহার, বাচনিক জ্ঞানের শর্তাবলী,
- "জানা" -এর সবল ও দুর্বল অর্থ,
- জ্ঞানের উৎপত্তির তত্ত্বসমূহ: বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, কান্টের সমালোচনামূলক তত্ত্ব।

ঘ. নীতিশাস্ত্র:

- নীতিশাস্ত্রের প্রকৃতি ও পরিধি, নীতিশাস্ত্রের শাখা: আদর্শনিষ্ঠ নীতিশাস্ত্র, অধি-নীতিশাস্ত্র, ফলিত নীতিশাস্ত্র
- নৈতিক ও অনৈতিক কাজ, ভালো ও মন্দ, সঠিক ও ভুল, কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা, অধিকার ও কর্তব্য, কর্তব্য ও সদ্গুণের ধারণা।
- নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু - উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্মানিক (অর্নাস/মেজর) ও

সাধারণ (জেনারেল/মাইনর)-স্নাতক

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মার্কস বিন্যাস

সর্বমোট – 75 নম্বর লিখিত	
4টি সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্ন থাকবে - 2টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।	প্রতিটি প্রশ্নের মান – 5
8টি রচনাধর্মী প্রশ্ন থাকবে- যে-কেনো **2**টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।	প্রতিটি প্রশ্নের মান – 10
5টি ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন থাকবে- যে-কেনো 3টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।	প্রতিটি প্রশ্নের মান – 15

Edubitan

**Note - ১৫ নম্বরের বড় প্রশ্নের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন থাকতে পারে।

যেমন – ৫+৫+৫ = ১৫ অথবা, ৫+১০ = ১৫, অথবা, ৩+৭+৫ = ১৫ অথবা, ৩+১২ = ১৫

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1. সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)	6-21
2. রচনাধর্মী প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১০)	22-40
3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১৫)	41-70
সাজেশন (Suggestion)	71-73

প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫

Edubitan

দর্শনের মৌলিক ভিত্তি (Fundamentals of Philosophy)

সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্নোত্তর - প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫

প্রশ্ন - লক মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করেছেন?

✪ উত্তর – **জন লকের মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের পার্থক্য** - আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান দার্শনিক জন লক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *An Essay Concerning Human Understanding*-এ জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বস্তুর গুণাবলিকে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই বিভাজনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জ্ঞান কতটা বস্তুগত বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা করা। লকের মতে, সমস্ত গুণ সমানভাবে বাস্তব নয়।

লক মনে করেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধারণাগুলির উৎস হল বাহ্যিক বস্তু। কিন্তু বাহ্যিক বস্তুর সব গুণ আমাদের মনে একইভাবে প্রতিফলিত হয় না। কিছু গুণ বস্তুতে সত্যিই বিদ্যমান থাকে, আবার কিছু গুণ কেবল আমাদের অনুভূতির ফল। এই মৌলিক পার্থক্যের ভিত্তিতেই তিনি মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের ধারণা দেন।

মুখ্যগুণ বলতে লক সেই সব গুণকে বোঝান যা বস্তুতে বাস্তবভাবে, স্বতন্ত্রভাবে এবং অপরিবর্তনীয় রূপে বিদ্যমান। বস্তু যত ছোট অংশে বিভক্ত হোক না কেন, এই গুণগুলো লুপ্ত হয় না। মুখ্যগুণ বস্তুগত বাস্তবতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

Edubitan

লকের মতে মুখ্যগুণগুলির মধ্যে বিস্তার, আকার, সংখ্যা, গতি, স্থিরতা এবং কঠোরতা অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাথর ভেঙে ছোট টুকরো করা হলেও তার বিস্তার বা আকার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না। তাই এই গুণগুলো বস্তুতেই বিদ্যমান থাকে, মানুষের মনে নয়।

অন্যদিকে, গৌণগুণ হলো সেই গুণ যা বস্তুতে সরাসরি বিদ্যমান নয়, বরং বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করার ক্ষমতা মাত্র। এই গুণগুলো বস্তুতে সম্ভাবনা হিসেবে থাকে, বাস্তব গুণ হিসেবে নয়। এগুলো মূলত মানসিক অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত।

গৌণগুণের উদাহরণ হিসেবে লক রং, স্বাদ, গন্ধ, শব্দ, উষ্ণতা ও শীতলতার কথা বলেছেন। যেমন, একটি আপেল লাল দেখায়, মিষ্টি লাগে—কিন্তু লকের মতে এই 'লাল' বা 'মিষ্টি' আপেলের ভেতরে বাস্তবভাবে নেই। এগুলো আমাদের চোখ ও জিহ্বার প্রতিক্রিয়া মাত্র।

লক আরও বলেন, গৌণগুণ পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভরশীল। একই বস্তু ভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—একজনের কাছে দুধ গরম মনে হতে পারে, আবার অন্যজনের কাছে ঠান্ডা। এতে প্রমাণিত হয় যে গৌণগুণ আপেক্ষিক ও ব্যক্তিনির্ভর।

মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো—মুখ্যগুণ বস্তুগত ও নিরপেক্ষ, আর গৌণগুণ মানসিক ও আপেক্ষিক। মুখ্যগুণ বস্তু যেমন আছে তেমনই আমাদের মনে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু গৌণগুণ বস্তু থেকে সরাসরি আসে না।

Edubitan

প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১০

Edubitan

দর্শনের মৌলিক ভিত্তি (Fundamentals of Philosophy)

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর - প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১০

প্রশ্ন - দ্রব্য সম্পর্কে স্পিনোজা'র মত সংক্ষেপে আলোচনা করো।

✪ উত্তর – স্পিনোজা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের একজন বিশিষ্ট যুক্তিবাদী দার্শনিক। তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি হলো দ্রব্য বা Substance-এর ধারণা। স্পিনোজা মনে করেন, বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের জন্য প্রথমে দ্রব্যের প্রকৃতি বোঝা আবশ্যক। তাঁর গ্রন্থ Ethics-এ তিনি যুক্তিনিষ্ঠভাবে দ্রব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই তাঁর সমগ্র দর্শন নির্মিত।

- দ্রব্যের সংজ্ঞা - স্পিনোজা দ্রব্যের একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "By substance I understand that which is in itself and is conceived through itself." অর্থাৎ দ্রব্য হলো সেই সত্তা যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং যার ধারণা গঠনের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না। এই সংজ্ঞা অনুসারে দ্রব্য স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই দ্রব্য কোনো পরাধীন সত্তা নয়।
- দ্রব্যের সংখ্যা সম্পর্কে মত - স্পিনোজা দ্রব্যের সংখ্যার ক্ষেত্রে একত্ববাদ সমর্থন করেন। তাঁর মতে, বাস্তবে একাধিক দ্রব্য থাকতে পারে না। কারণ একাধিক দ্রব্য থাকলে তারা একে অপরের দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে, যা দ্রব্যের অসীমতার ধারণার পরিপন্থী। অতএব, একটিমাত্র দ্রব্যই বাস্তব ও সত্য। এই কারণে স্পিনোজা'র দর্শনকে একমাত্রিক একত্ববাদ বলা হয়।
- ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য - স্পিনোজা মনে করেন, সেই একমাত্র দ্রব্য হলো ঈশ্বর বা প্রকৃতি। তিনি ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে পৃথক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো "God or Nature (Deus sive Natura)"। অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিই ঈশ্বর। ঈশ্বর জগতের বাইরে অবস্থান করেন না, বরং জগতের মধ্যেই অন্তর্নিহিত।
- দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য - স্পিনোজা দ্রব্যের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, দ্রব্য স্বয়ংকারণ বা causa sui, অর্থাৎ দ্রব্য নিজেই নিজের কারণ। দ্বিতীয়ত, দ্রব্য চিরন্তন ও অসীম। তৃতীয়ত, দ্রব্য অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ তার মৌলিক স্বভাব কখনো পরিবর্তিত হয় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো দ্রব্যকে সর্বশক্তিমান করে তোলে।
- গুণ (Attribute) ধারণা - স্পিনোজার মতে, দ্রব্যকে আমরা তার গুণের মাধ্যমে জানতে পারি। গুণ হলো দ্রব্যের মৌলিক স্বভাবের প্রকাশ, যা বুদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধ হয়। দ্রব্যের গুণ অসীম হলেও মানুষ মাত্র দুটি গুণ জানতে সক্ষম। এই দুটি গুণ হলো চিন্তা (Thought) এবং প্রসারণ (Extension)। এই দুই গুণ একই দ্রব্যের ভিন্ন প্রকাশমাত্র।

প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১৫

Edubitan

দর্শনের মৌলিক ভিত্তি (Fundamentals of Philosophy)

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর - **প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১৫**

প্রশ্ন - জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত বুদ্ধিবাদ ব্যাখ্যা ও বিচার করো।

✪ উত্তর – **জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত বুদ্ধিবাদ ব্যাখ্যা ও বিচার** - জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো বুদ্ধিবাদ (Rationalism)। এই মতবাদ অনুসারে জ্ঞানের প্রধান উৎস হলো মানুষের বুদ্ধি বা যুক্তিশক্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা নয়। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন, মানুষের মনে কিছু জ্ঞান জন্মগতভাবেই বিদ্যমান থাকে। তাই জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে যুক্তি ও চিন্তার ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে জ্ঞানতত্ত্বে বুদ্ধিবাদ অভিজ্ঞতাবাদের বিপরীত মত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

➢ **বুদ্ধিবাদের সংজ্ঞা** - বুদ্ধিবাদ মতে জ্ঞান অর্জনের প্রধান উপায় হলো যুক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য নয় এবং তা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে অক্ষম। কিছু মৌলিক সত্য অভিজ্ঞতার পূর্বেই জানা যায় এবং এগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বা a priori জ্ঞান বলা হয়। এই মতবাদে মানুষের বুদ্ধির স্বতন্ত্র ক্ষমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

➢ **বুদ্ধিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য** - বুদ্ধিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জন্মগত ধারণার স্বীকৃতি। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন, মানুষের মনে কিছু ধারণা জন্ম থেকেই বিদ্যমান থাকে। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ও বিভ্রান্তিকর হওয়ায় তা নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না। কেবলমাত্র যুক্তির মাধ্যমেই সার্বজনীন ও অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান লাভ সম্ভব। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য বুদ্ধিবাদ একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে পরিচিত।

➢ **জন্মগত ধারণার তত্ত্ব** - বুদ্ধিবাদীদের মতে মানুষের মনে কিছু ধারণা জন্ম থেকেই বর্তমান থাকে। এই ধারণাগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্টি নয়, বরং বুদ্ধির অন্তর্নিহিত কাঠামোর অংশ। ঈশ্বরের ধারণা, আত্মার ধারণা এবং গণিত ও নৈতিকতার মৌলিক নীতিগুলিকে বুদ্ধিবাদীরা জন্মগত ধারণা বলে মনে করেন। অভিজ্ঞতা কেবল এই ধারণাগুলিকে প্রকাশ বা স্পষ্ট করে তোলে।

➢ **বুদ্ধিবাদের প্রধান প্রবক্তা** - বুদ্ধিবাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাদের মধ্যে রেনে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্তিকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা জ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে না। যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমেই প্রকৃত ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন সম্ভব—এই ধারণাই তাঁদের দর্শনের মূল কথা।

➢ **দেকার্তের বুদ্ধিবাদ** - রেনে দেকার্ত বুদ্ধিবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তিনি পদ্ধতিগত সন্দেহের মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন। দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি— "Cogito, ergo sum" অর্থাৎ "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"—জ্ঞানের একটি সন্দেহাতীত ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে চিন্তার ক্ষমতাই জ্ঞানের প্রকৃত ও নিশ্চিত ভিত্তি। দেকার্ত জন্মগত ধারণার তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন।

সাজেশন